কালের কণ্ঠ

11 FEB 2014 · 20 · ৪

গ্রামীণফোন দিচ্ছে স্কুলে বিনা মূল্যে ২১ লাখ ঘণ্টা ইন্টারনেট সুবিধা

সিগভে ব্রেক্কে ঢাকায়

বিশেষ প্রতিনিধি ▶

'আমার যখন তোমাদের মতোই ১৫ বছর বয়স তখন আমি নরওয়ের একটি পাহাড়ি গ্রামের স্কুলে পড়তাম। বাবা কৃষক ছিলেন। তাই ভেবেছিলাম আমাকেও কৃষক হতে হবে। পরে শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি। ৩০ বছর আগে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, এমনকি রঙিন টিভিও ছিল না। তবে সেই ১৫ বছর বয়সে তোমরা এখন এসবের সঙ্গে পরিচিত। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে সারা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারছ।' গতকাল সোমবার রাজধানী ঢাকার পশ্চিম ▶▶ পৃষ্ঠা ৮-ক. ৪

গ্রামীণফোন দিচ্ছে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ধানমণ্ডির আলী হোসেন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের কাছে এভাবেই নিজের ছেলেবেলার কথা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নে অতীত ও বর্তমানের পার্থক্যের কথা বলছিলেন নরওয়ের ব্যবসায়ী নেতা, একসময়ের রাজনীতিবিদ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপমন্ত্রী সিগভে ব্রেক্কে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক প্রশাসনে মাস্টার ডিগ্রিধারী ৫৫ বছর বয়সী সিগভে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিনর গ্রুপের নির্বাহী ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য। তিনি টেলিনর এশিয়ার নির্বাহী সহসভাপতি এবং এ দেশের শীর্ষ মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন বোর্ডের চেয়ারম্যান।

সিগভে ব্রেক্কের ওই স্কুলটিতে হাজির হওয়ার উপলক্ষ ছিল ভাষা আন্দোলন দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে গ্রামীণফোনের পক্ষ থেকে ব্র্যাকের সহযোগিতায় সারা দেশের ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ২১ লাখ ঘণ্টা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়া। এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য শিক্ষণীয় কনটেন্ট, সংবাদ, তথ্য এবং জ্ঞান অর্জনের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। গ্রামীণফোন এ মাসেই এ কর্মসূচি শুরু করেছে। এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্র্যাক পরিচালিত বহুমুখী সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্রে এই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাবে। এর জন্য সম্প্রতি গ্রামীণফোন ও ব্র্যাক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, যার অধীনে মাঠ পর্যায়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্র্যাক গ্রামীণফোনকে সাহায্য করবে।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে গ্রামীণফোনের সহকর্মী এবং ব্র্যাকের স্ট্র্যাটেজি, কমিউনিকেশনস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর আসিফ সালেহকে নিয়ে ওই স্কুলে পৌঁছে ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মগ্ন হন সিগভে ব্রেক্কে। 'সিগভে' নামটি ছাত্রীরা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারছে জেনে খুব খুশি তিনি। অন্দের তিনি বলেন, 'তোমাদের সামনে অনেক সময়। তোমরা কোথায় পৌঁছবে তা নিজেরাও জানো না। আমারও নিজ গন্তব্য সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। ৩০ বছর আগে কেউ যদি আমাকে বলত, তুমি বাংলাদেশ নামের সুন্দর একটি দেশে যাবে, তখন হয়তো তা বিশ্বাস করতে পারতাম না।' সিগভে ব্রেক্কে ছাত্রীদের কাছে জানতে চান, তারা ইন্টারনেট সম্পর্কে কী জানে? সিংকী আক্তার পিয়া নামের এক ছাত্রী জানায়, সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক কিছুই জানতে, বুঝতে ও শিখতে পারছে। লেখাপড়ায় সহযোগিতা ছাড়াও ঘর সাজানো, নিজেকে সাজানোর বিষয়েও শিখতে পারছে সে। মুভি দেখতে, গান শুনতে পারছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইল ফোন থেকে চিঠিও লেখা যাচ্ছে। আরেক ছাত্রী শ্রাবণী পালও জানাল তার ইন্টারনেট ব্যবহারের অভিজ্ঞতার কথা। সিগভে ব্রেক্কে ছাত্রীদের সঙ্গে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ইন্টারনেট বিষয়ক সচেতনতা এবং এর নিরাপদ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। পরে ছাত্রীরা একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

কর্মসূচি ঘোষণার সময় ব্র্যাক কর্মকর্তা আসিফ সালেহ গ্রামীণফোনকে এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এই কর্মসূচি বিশেষ করে পল্লী এলাকার স্কুলশিক্ষার্থীদের আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ বাড়াবে।

গ্রামীণফোনের হেড অব স্ট্র্যাটেজি এরলেন্ড প্রেস্টগার্ড, হেড অব করপোরেট কমিউনিকেশনস তাহমিদ আজিজুল হক এবং আলী হোসেন বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রকৌশলী সাজেদুল আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।